ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২০৩০
আগরতলা, ৩০ জুলাই, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘আইজিএমে প্রসূতির চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ’’ এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এবং ‘‘ভুল চিকিৎসা, জিবি বাঁচালো প্রসূতি মাকে, নৈরাজ্য আইজিএমে’’এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদ দু’টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদ দু’টির পরিপ্রেক্ষিতে, আইজিএম হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে,রেকর্ড অনুযায়ী, এস.ডি. মিশনস্থিত বেলাবরের বাসিন্দা পাপিয়া দাস (১৯) গত ২২ জুলাই ২০২৫ তারিখ সকাল ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ পেটের ব্যথার উপসর্গ নিয়ে আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে ভর্তি হন।ভর্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত অনকল মেডিকেল অফিসার ডাঃ অরিজিৎ ভৌমিক এবং ডাঃ দেবর্ষি ঘোষ রোগীনিকে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাকে গর্ভবতী হিসেবে শনাক্ত করা হয়। তাঁর গর্ভকাল ছিল ৩৫ সপ্তাহ ৫ দিন এবং একই সঙ্গে তার লিভারের সমস্যা এবং হাইপোথাইরয়ডিজমও শনাক্ত হয়।প্রসবের আগে রোগীর পরিবারের সদস্যদের মায়ের ও গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয় এবং তাদের কাছ থেকে লিখিত সম্মতিপত্রও সংগ্রহ করা হয়। গত ২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ১২ মিনিট নাগাদ তিনি স্বাভাবিকভাবে একটি জীবিত পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তবে প্রসব পরবর্তী সময়ে তার শারীরিক জটিলতা(এপিসিওটমি এলাকার সংলগ্ন স্থানে ভালভার হেমাটোমা) ধরা পড়ে। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ওই দিনই এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।এই বিষয়ে তদন্তের জন্য আইজিএম হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্টের নির্দেশে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত রোগিনী গত ২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাকে আইজিএম হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছিল। রোগিনী ইনফ্রালেভেটর টাইপ ভলভার হেমাটোমা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জরুরী ভিত্তিতে তাকে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।বর্তমানে রোগিনীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে পারছেন। তার প্রস্রাব বন্ধ বা মূত্রনালীতে চিকিৎসাজনিত কারণে কোনও বাধা সৃষ্টি হয়নি।

******